সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

মোঃশহীদুজ্জামান মাহমুদ
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার,
ভূঞাপুর।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কি

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী হলো এমন একটি নিরাপদ বেড়াজাল যার মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। এটা কোনো দেশের সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা কর্মসূচির একটা অংশমাত্র। দেশে দেশে নিজ জনগণের প্রয়োজন অনুসারে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়ে থাকে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।

সমাজের অসহায়, নির্যাতিতা, তালাকপ্রাপ্তা, দুস্থ ও গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা করার জন্য ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর থেকে ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে মাতৃত্বকাল ভাতা এবং ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ল্যাক্টেটিং মাদার ভাতা প্রদান কর্মসূচি নিম্নরূপে পরিচালিত হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (দূর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)

- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি
- ভিজিএফ কর্মসূচি
- ইজিপিপি
- কাবিখা
- টি আর

সামাজিক নিরাপত্তা - ১

- বয়স্ক ভাতা
- বিধবা ভাতা
- বেদে জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন
- হিজড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন

সামাজিক নিরাপত্তা - ২

- ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস
- চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন
- ভিক্ষুক পুনর্বাসন

দারিদ্র বিমোচন

- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস)
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি)
- শহর উন্নয়ন কার্যক্রম (ইউসিডি)
- দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন ও আশ্রয়ন

সেবা ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন

- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম
- ঢাকা মহানগরী/জেলা পর্যায়ে হাসপাতাল সমাজসেবা
- ৩০% বিনামূল্যে চিকিৎসা
- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন

শিশু সুরক্ষা-১

- সরকারি শিশু পরিবার
- ছোটমণি নিবাস
- দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্র
- দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন

শিশু সুরক্ষা-২

- ক্যাপিটেশন গ্রান্ট
- ১০৯৮ শিশু সহায়তায় ফোন
- সিএসপিবি প্রকল্প
- শেখ রাসেল শিশু

প্রতিবন্ধী বিষয়ক-১

- প্রতিবন্ধী ভাতা
- প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ

প্রতিবন্ধী বিষয়ক-২

- সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা
- দৃষ্টি ও বাক শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়
- জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র
- মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ

- শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র
- সামাজিক প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন
- সেফহোম ও সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র
- প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

- একনজরে প্রকল্প
- অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনা
- সাফল্যগাঁথা
- অনলাইন পোর্টাল

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

- একনজরে প্রকল্প
- অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনা
- সাফল্যগাঁথা
- অনলাইন পোর্টাল

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি:

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। একই সঙ্গে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির মধ্যে ছিল স্কুলে যাওয়া বয়সি শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, স্কুলে স্কুলে মিড ডে মিল চালু করা, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ এবং শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, সব শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা এবং আইটিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ক্রমেই কমছে :

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) পরিচালিত ‘বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান-২০১৭’ শীর্ষক এক জরিপে দেখা গেছে প্রাথমিকে শিশু ঝরে পড়ার হার ছিল ১৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। ২০০৮ সালে এ চিত্র ছিল ৪৯ দশমিক ৩০ শতাংশ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকেও ঝরে পড়ার হার কমছে :

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকেও ঝরে পড়ার হার কমছে। ব্যানবেইস পরিচালিত ‘বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান-২০১৭’ জরিপে দেখা গেছে, মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হার ছিল ৩৭ দশমিক ৮১ শতাংশ। ২০০৮ সালে এ চিত্র ছিল ৬১ দশমিক ৩৮ শতাংশে। অন্যদিকে, উচ্চ মাধ্যমিকে ২০১৭ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ১৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ। ২০০৮ সালে এ চিত্র ছিল ৪৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

প্রায় শতভাগ স্কুলে মিড ডে মিল চালু :

প্রাথমিকে শিশুভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ, উপস্থিতির হার বাড়ানো, ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণ এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুলে স্কুলে মিড ডে মিল চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে দেশের ৯৮ শতাংশ সরকারি স্কুলে মিড ডে মিল চালু হয়েছে বলে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

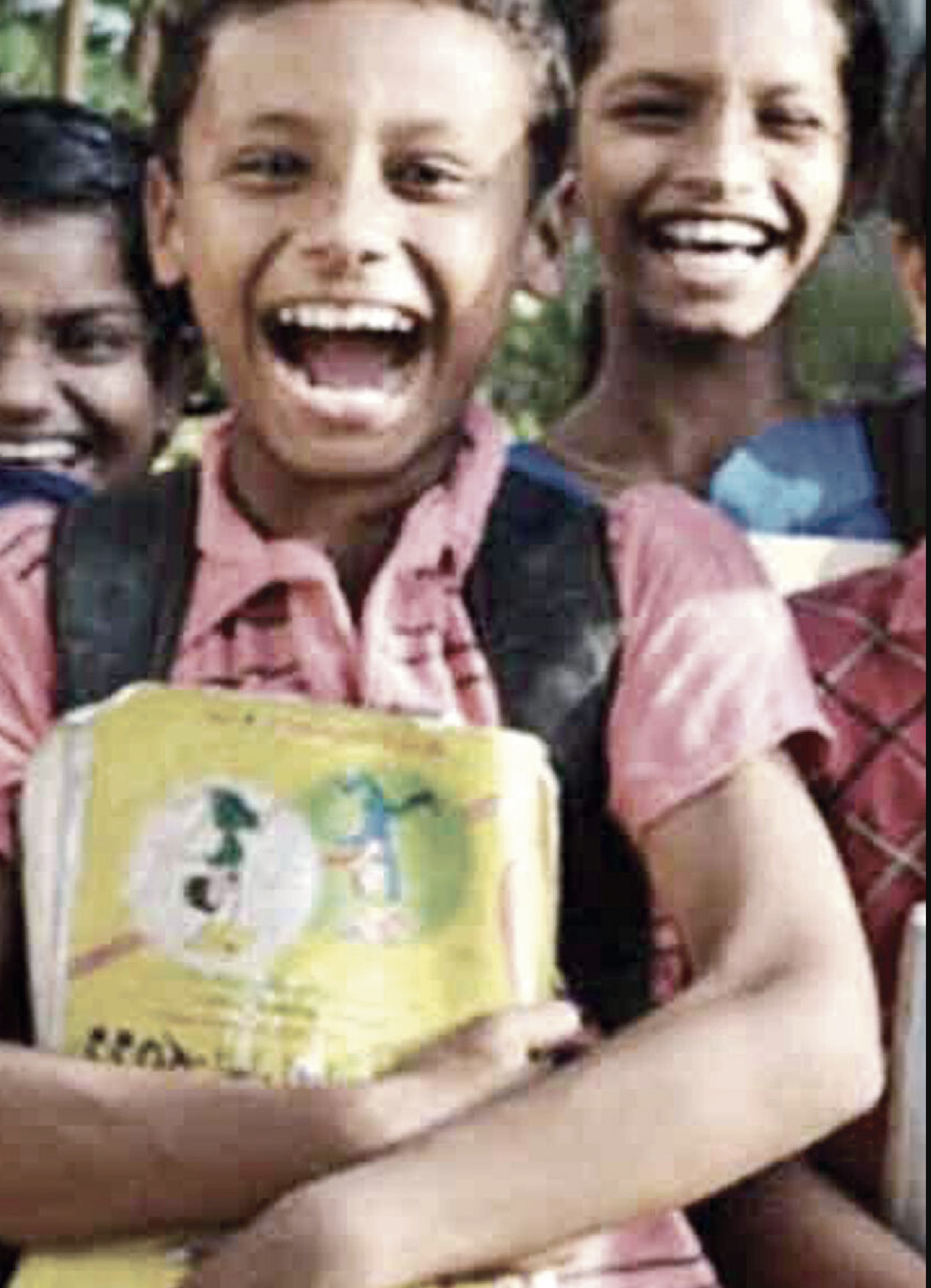

প্রাথমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত উপবৃত্তি :

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাঁচটি প্রকল্পের আওতায় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী এবং প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট এবং মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প নামে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রকল্প চালু আছে। এ পর্যন্ত প্রথম থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত মোট ১ কোটি ২২ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট’ গঠন :

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ২০১১ সালে ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট’ নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

কলেজ সরকারীকরণ :

যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই, সেগুলোয় একটি করে কলেজ জাতীয়করণের জন্য ২০১৬ সাল থেকে তালিকাভুক্তির কাজ শুরু করে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে দেশের ২৭৬টি কলেজ সরকারি করা হয়েছে। এর আগে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৪৬টি কলেজ সরকারীকরণ করা হয়। বর্তমানে দেশে মোট সরকারি কলেজ ও সমমানের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬০৩টি। বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিন শিশুদের হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই তুলে দেওয়ার মধ্যদিয়ে সারা দেশে পালন করা হয় পাঠ্যবই উৎসব।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের হাতে মাতৃভাষায় পাঠ্যবই :

২০১৭ সালে প্রথম বারের মতো চাকমা-মারমা-গারোসহ পাঁচটি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, পাঠদানও করা হচ্ছে। সাঁওতালদের জন্যও আরেকটি করতে যাচ্ছে। সেটার যাচাই-বাছাই চলছে। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই সরবরাহ করা হয়েছে।

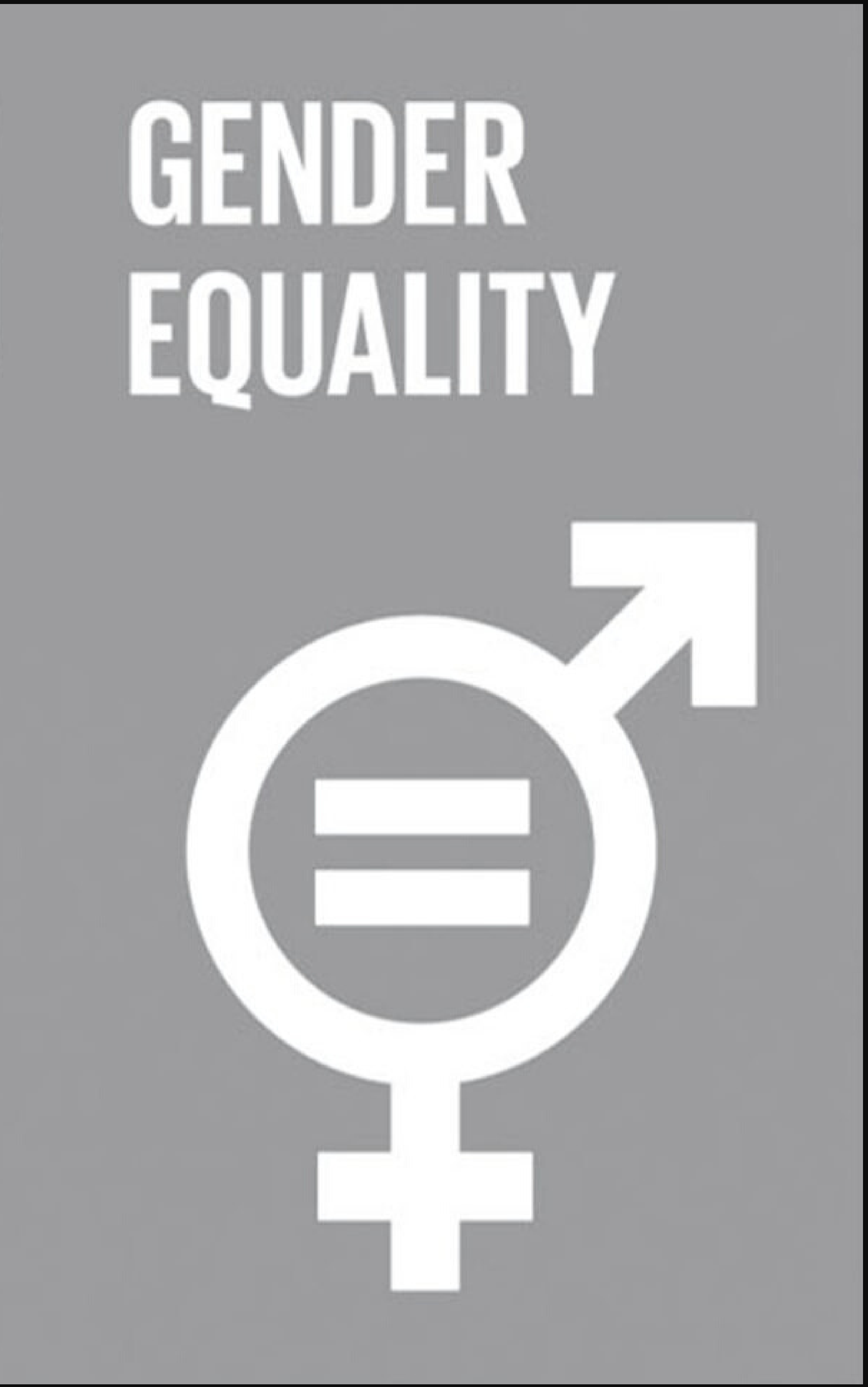

শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জন :

একসময় নারী শিক্ষা ছিল শুধু উচ্চবিত্ত ও শহরের কিছু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগে ও উপবৃত্তি এ অগ্রগতিকে বেগবান করেছে।

GLISH FOR TODAY
Classes Nine-Ten

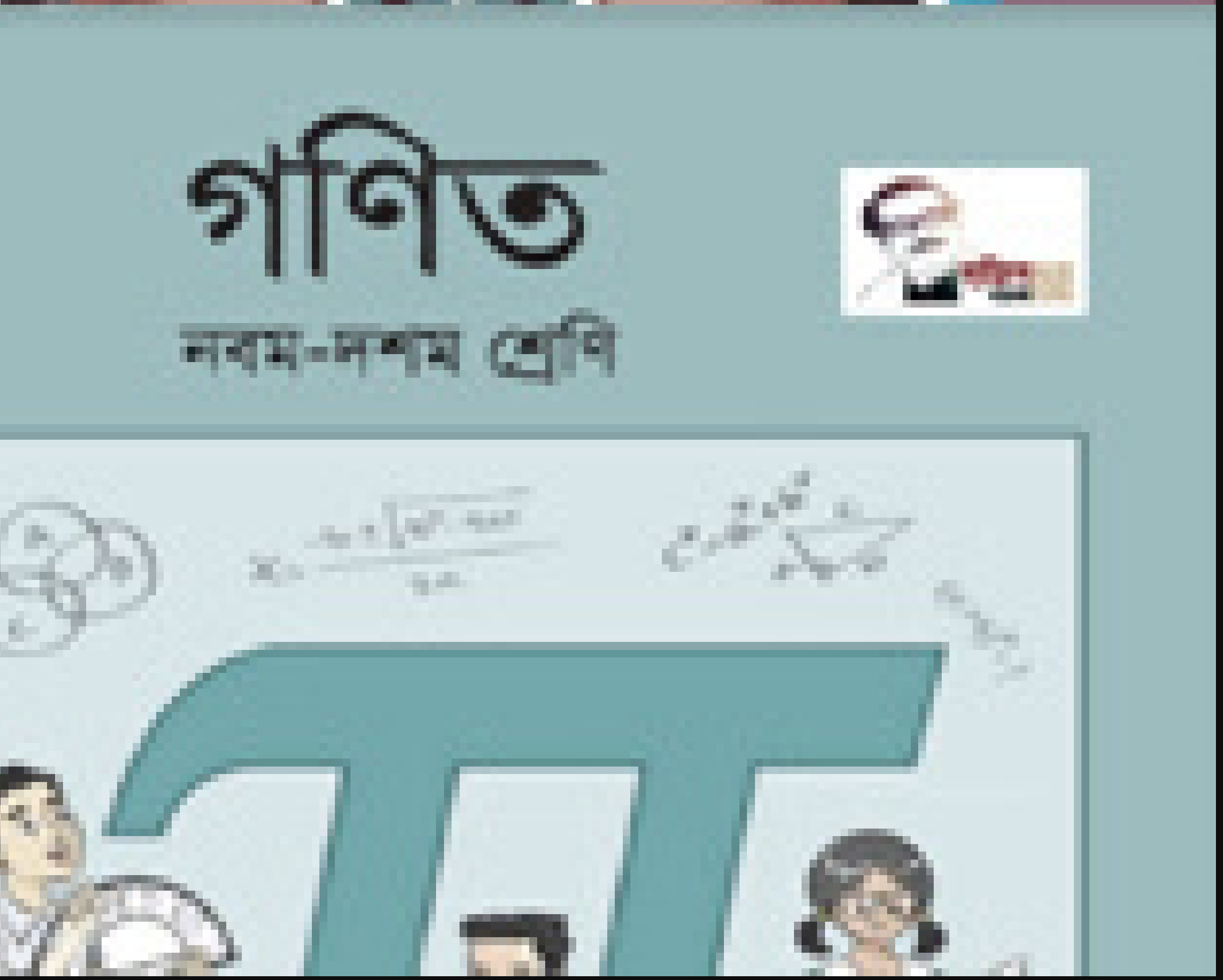

ই-বুক আকারে পাঠ্যপুস্তক :

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সব পাঠ্যপুস্তক এখন ই-বুক আকারে পাওয়া যাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট ডায়নামিক করে, ই-বুক ভার্সনে উন্নয়ন করে মাধ্যমিক স্তরের ৫০টি বাংলা ভার্সন, ২৬টি ইংরেজি ভার্সন ও প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক তাতে আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ, যে কোনো সময় এসব পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।

অনলাইনে ভর্তি ও পরীক্ষার ফল :

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। মোবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলের মাধ্যমেও এই ফল অতি দ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এসএমএসের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় আইসিটি :

শিক্ষা ব্যবস্থায় আইসিটির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। সরকার আইসিটি ইন এডুকেশন মাস্টার প্ল্যান (২০১২ থেকে ২০২১) প্রস্তুত করেছে। এছাড়া ই-লার্নিং কার্যক্রম, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরিসহ দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ‘দি আইসিটি ইন এডুকেশন মাস্টার প্ল্যান’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণে নানা পদক্ষেপ :

২০০৯ থেকে সর্বশেষ অর্থবছর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে ১ হাজার ১৫১টি, পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে ৭ হাজার ৭৪২, সিডর-সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে ৩৮২, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে ৪০ হাজার ৫৬৫, বড় ধরনের মেরামত করা হয়েছে ৫ হাজার ৪৭১ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে ১ হাজার ৬১৪টি। নতুনভাবে পিটিআই নির্মাণ করা হয়েছে ১১টি এবং আরেকটি ঢাকায় নির্মাণাধীন।

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন :

বর্তমান সরকার এ পর্যন্ত ৩ হাজার ১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করেছে। এছাড়া, ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতকোত্তর কলেজ, ২০টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

কওমি সনদের স্বীকৃতি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় অভাবনীয় পরিবর্তন :

স্বতন্ত্র ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আলাদা মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সমান সুযোগ, ৫২টি মাদ্রাসায় বিষয়ভিত্তিক অনার্সের সুযোগ, ৩৫টি মাদ্রাসাকে মডেল মাদ্রাসায় রূপান্তর, কওমি মাদ্রাসার সনদকে সাধারণ শিক্ষার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির স্বীকৃতি, মাদ্রাসা সিলেবাসকে আরও উন্নত ও আধুনিক করার ফলে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষায় অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।